শ্রী গণেশায় নমঃ

।। লঘুসিদ্ধান্ত-কৌমুদী।।

নত্বা সরস্বতীং দেবীং শুদ্ধাং গুণ্যাং করোম্যহম্।
পাণিনীয়প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্ত - কৌমুদীম্।।

অন্বয়ঃ- অহম্ শুদ্ধাং গুণ্যাং সরস্বতীং দেবীং নত্বা পাণিনীয়-প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীং করোমি।

অনুবাদঃ- আমি (বরদরাজাচার্য্য) শুদ্ধা এবং বিশিষ্ট গুণযুক্তা সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পাণিনীর ব্যাকরণে প্রবেশের জন্য 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' (যাহা লঘু বা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সিদ্ধান্তের কৌমুদী বা জ্যোৎস্নারূপিণী) করিতেছি (অর্থাৎ রচনা করিতেছি)।

।। অথ সংজ্ঞাপ্রকরণম্ ।।

অইউণ্ ১। ঋ৯ক্ ২। এওঙ্ ৩। ঐঔচ্ ৪। হযবরট্ ৫। লণ্ ৬। ঞমঙণনম্ ৭। ঝভঞ্ ৮। ঘঢধষ্ ৯। জবগডদশ্ ১০। খফছঠথচটতব্ ১১। কপয়্ ১২। শষসর্ ১৩। হল্ ১৪।

বরদরাজঃ- ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণ্যণাদিসংজ্ঞার্থানি এষামন্ত্যা ইতঃ। হকারাদিষ্বকার উচ্চারণার্থঃ। লণ্মধ্যে ত্বিত্সংজ্ঞকঃ।

অনুবাদঃ- এই মাহেশ্বরসূত্রগুলি অণ্ প্রভৃতি সংজ্ঞার জন্য। ইহাদের (চতুর্দশ সূত্রগুলির) অন্তিম বর্ণগুলি ইত্ (সংজ্ঞক হয়)। হকার প্রভৃতিতে অকার উচ্চারণের জন্য। 'লণ্' সূত্রে মধ্যবর্তী (অকার) কিন্তু ইত্সংজ্ঞক।

আলোচনা ঃ- এই চৌদ্দটি সূত্রকে মাহেশ্বর সূত্র বলা হয়। এই গুলি মহেশ্বরের নিকট হইতে আচার্য পাণিনি সাক্ষাত্ভাবে পাইয়াছিলেন। বলা হইয়াছে—

নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্।।

সনক, সনন্দ (ব্রহ্মার মানস পুত্র) প্রভৃতি সিদ্ধগণের উদ্ধারের জন্য নটরাজরাজ (মহাদেব) নৃত্তের শেষে চৌদ্দবার ডমরু বাজাইয়াছিলেন। সেই চৌদ্দটি ধ্বনি হইতেই ভগবান্ পাণিনি 'অইউণ্' প্রভৃতি চৌদ্দটি মাহশ্বর সূত্র গ্রন্থন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থে উল্লিখিত বচন ও প্রমাণ— **'যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাত্।'** অর্থাত্ পাণিনি মহেশ্বরের কাছ হইতে অক্ষর সমাম্নায় লাভ করিয়াছিলেন। এই চৌদ্দটি সূত্র হইতে অণ্ প্রভৃতি ৪২টি সংজ্ঞা পাওয়া যাইবে। এই সূত্রগুলির অন্তিম বর্ণগুলি অর্থাত্ ণ্, ক্, ঙ্, চ্ প্রভৃতি ১৪টি বর্ণ ইত্ সংজ্ঞক। হকার প্রভৃতিতে অকার উচ্চারণের জন্য। লণ্ (ষষ্ঠ) সূত্রে অকার কিন্তু ইত্সংজ্ঞক।

১। হলন্ত্যম্— ১।৩।৩

হল্ - ১।১, অন্ত্যম্ - ১।১.

অনুবৃত্তিঃ- উপদেশে, ইত্।

[উপদেশে অন্ত্যম্ হল্ ইত্ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ- উপদেশেঽন্ত্যং হলিত্স্যাত্। উপদেশ আদ্যোচ্চারণম্। সূত্রেষ্বদৃষ্টং পদং সূত্রান্তরাদনুবর্তনীয়ং সর্বত্র।

অনুবাদঃ- উপদেশে অন্ত্য হল্ এর ইত্ সংজ্ঞা হয়। আদ্য (অর্থাত্ প্রথম) উচ্চারণকে উপদেশ বলা হয়। সুত্রগুলিতে অদৃষ্ট পদ অন্য সূত্র হইতে সর্বত্র অনুবর্তন করা হয়।

আলোচনা ঃ- পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি কর্তৃক প্রথম উচ্চারণকে উপদেশ বলা হয়। প্রাচীন বৈয়াকরণের কেহ কেহ উপদেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

'ধাতুসূত্রগণোণাদিবাক্যলিঙ্গানুশাসনম্।
আগমপ্রত্যয়াদেশা উপদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।'

বিভিন্ন বিভাগ সহ সূত্রের লক্ষণ নিম্নরূপ—

'সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্।।

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতো মুখম্।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।'

অর্থাত্ সূত্র ছয় প্রকার হইতে পারে—সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ এবং অধিকার। যাহার মধ্যে অক্ষর সংখ্যা অল্প (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি অক্ষর ও যেখানে থাকে না), যাহা সর্ব প্রকার সন্দেহ মুক্ত, সারযুক্ত, এবং তাৎপর্যের দৃষ্টিতে ব্যাপক অর্থবহ, যাহা কোন প্রকার দোষ বা ছিদ্র হীন, এবং যাহা অনবদ্য তাহাকেই সূত্রজ্ঞগণ সূত্র বলিয়া থাকেন। অণ্ প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া শিবসূত্র সমূহকে ও সংজ্ঞা-সূত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর সুত্র হইতে কোন পদ নিয়ে আসাকে অনুবর্তন বলা হয়। বর্তমান সূত্রে দুইটি পদ রহিয়াছে—হল্ এবং অন্ত্যম্। 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' - ১।৩।২। এই পূর্ববর্ত্তী সুত্র হইতে 'উপদেশে' এবং 'ইৎ' এই দুইটি পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। অতএব উপদেশ অবস্থাতে অন্ত্য হল্ এর ইৎ সংজ্ঞা হয়। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

২। অদর্শনং লোপঃ ১।১।৬০

অদর্শনম্ - ১।১, লোপঃ ১।১

বরদরাজঃ- প্রসক্তস্যাদর্শনং লোপসংজ্ঞং স্যাৎ।।

অনুবাদ ঃ- বিদ্যমানের অদর্শনকে লোপ বলা হয়।

আলোচনা ঃ- যাহা ছিল কিন্তু বর্তমানে নাই তাহাকে (অদর্শনকে) লোপ বলা হইবে। অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রে যাহাকে ধ্বংসাভাব বলা হয় তাহাকে এইখানে লোপ বলা হইতেছে। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

৩। তস্য লোপঃ ১।৩।৯

তস্য - ৬।১, লোপঃ— ১।১

বরদরাজঃ- তস্যেতো লোপঃ স্যাত্। ণাদয়োঽণাদ্যর্থাঃ।

অনুবাদঃ- সেই ইৎ (সংজ্ঞক) এর লোপ হয়। 'ণ্' প্রভৃতি 'অণ্' প্রভৃতি (সংজ্ঞার) র জন্য।

আলোচনাঃ- 'তস্য' এই পদের দ্বারা সূত্রে ইত্ এর পরামর্শ হইতেছে। এইখানে প্রশ্ন

হইতেছে - 'অইউণ্' ইত্যাদি সূত্রে 'ণ্'কার প্রভৃতির ইৎ সংজ্ঞা এবং তাহার লোপ সংজ্ঞা ও অদর্শন হওয়ায় ঐ বর্ণগুলির উচ্চারণ ব্যর্থ হইয়া যায়। ফলে 'ণ্' প্রভৃতি ভগবান্ পাণিনি কেন উচ্চারণ করিলেন। তাহার উত্তরে বরদরাজ বলিতেছেন — 'ণ্' প্রভৃতি 'অণ্' প্রভৃতি ৪২ টি সংজ্ঞার জন্য রহিয়াছে। ইহা বিধিসূত্র।

৪। আদিরন্ত্যেন সহেতা— ১।১।৭১

আদিঃ- ১।১, অন্ত্যেন - ৩।১, সহ - অ., ইতা - ৩।১;

অনুবৃত্তিঃ— স্বম্ রূপম্।

[অন্ত্যেন ইতা সহ আদিঃ (মধ্যগানাং) স্বস্য চ রূপস্য (সংজ্ঞা ভবতি)]।

বরদরাজঃ— অন্ত্যেনেতা সহিত আদির্মধ্যগানাং স্বস্য চ সংজ্ঞা স্যাৎ। যথাঽণিতি অইউবর্ণানাং সংজ্ঞা। এবমচ্হল্অলিত্যাদয়ঃ।।

অনুবাদঃ— অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত (উচ্চার্য্যমাণ) আদি মধ্যস্থিত বর্ণ সমূহের এবং নিজের (আদির) সংজ্ঞা হয়। এইরূপে অচ্, হল্, অল্ ইত্যাদি (বুঝিতে হইবে)।

আলোচনা— পূর্ববর্ত্তী সুত্রের ব্যাখ্যাতে বরদরাজ বলিয়াছেন - 'ণ্' প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ সূত্রকার করিয়াছেন 'অণ্' প্রভৃতি সংজ্ঞার জন্য। ইহা কিভাবে বুঝা যাইবে। তাহা প্রতিপাদনের জন্য গ্রন্থকার 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণের সহিত উচ্চার্যমাণ আদি একটি প্রত্যাহার হয়, তাহা মধ্যস্থিত বর্ণের এবং নিজের অর্থাৎ আদির ও সংজ্ঞা হয়। এখন, প্রশ্ন হয় অন্ত্য ইৎসংজ্ঞক বর্ণ তো পাওয়া যাইবে না। কারণ তাহার লোপ সংজ্ঞা হইয়া অদর্শন হইয়া যাইবে। তাহার উত্তরে বলিতে হইবে - তৎসদৃশ বর্ণ তো পাওয়া যাইবে। ফলে 'অইউণ্' সুত্রে ণ্কার ইৎ হইয়া লোপ সংজ্ঞা হয়। এবং অদর্শন হইয়া ও তৎসদৃশ 'ণ্কারের সহিত উচ্চার্য্যমাণ আদি অণ্ সংজ্ঞা অর্থাৎ প্রত্যাহার হয়। এবং তাহা অ, ই, উ বর্ণের বোধক হয়। সুত্রে 'অন্ত্যেন' পদটিতে 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' সূত্রের দ্বারা অপ্রধান হওয়ায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ফলে তাহার গ্রহণ হইবে না। তাহা ছাড়া মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন - 'লোপশ্চ বলবত্তরঃ'। অর্থাৎ ইৎ এর লোপ হইবেই। এই রূপে 'অণ্' প্রভৃতি ৪২ টি প্রত্যাহার সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

১) অণ্	৮) অশ্	১৫) ঐচ্	২২) জশ্	২৯) ভয্	৩৬) ঱ল্
২) অণ্	৯) ইক্	১৬) খয্	২৩) ঝয্	৩০) ময্	৩৭) বল্
৩) অক্	১০) ইচ্	১৭) খর্	২৪) ঝর্	৩১) ঘঞ্	৩৮) বশ্
৪) অচ্	১১) ইণ্	১৮) ঙম্	২৫) ঝল্	৩২) ঘণ্	৩৯) শর্
৫) অট্	১২) উক্	১৯) চয্	২৬) ঝশ্	৩৩) ঘম্	৪০) শল্
৬) অম্	১৩) এঙ্	২০) চর্	২৭) ঝষ্	৩৪) ঘয্	৪১) হল্
৭) অল্	১৪) এচ্	২১) ছব্	২৮) বশ্	৩৫) ঘর্	৪২) হশ্

শিবসূত্রে 'ণ্' কারের দুইবার ইৎ সংজ্ঞারূপে পাঠ করা হইয়াছে। ফলে 'অণ্' দুইবার প্রত্যাহার হিসাবে পাই। অণ্ = অ, ই, উ। এবং অণ্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ, হ, য, ব, র, ল।

অক্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ।

অচ্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ।

অট্ = অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও ; ঐ, ঔ, হ, য, ব, র।

এইভাবে অন্য প্রত্যাহার গুলি ও বুঝিতে হইবে। শিবসূত্র হইতে ৪২ টি প্রত্যাহার পাণিনি ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাছাড়া 'সুপ্' প্রত্যাহার, 'তিঙ্' প্রত্যাহার প্রভৃতি ও 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রের দ্বারা গঠিত হয়। 'আদিরন্ত্যেন—' সূত্রের দ্বারা যে সংজ্ঞা হয় তাহাকে প্রত্যাহার বলা হয়। 'প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তে বর্ণা অনেন ইতি প্রত্যাহারঃ' বর্ণসমূহের সংক্ষেপ। কিন্তু উহা 'আদিরন্ত্যেন' সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপ বুঝিতে হইবে। ইহা সংজ্ঞা সুত্র।

৫। ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘ-প্লুতঃ- ১।২।২৭

ঊকালঃ- ১।১, অচ্ - ১।১, হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ- ১।১.

বরদরাজঃ— উশ্চ ঊশ্চ ঊ৩শ্চ বঃ; বাং কাল ইব কালো যস্য সোঽচ্

ক্রমাদ্ হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতসংজ্ঞঃ স্যাৎ। স প্রত্যেকমুদাত্তাদিভেদেন ত্রিধা।।

অনুবাদঃ— উশ্চ ঊশ্চ ঊ৩শ্চ = বঃ। 'ঊ' (উ, ঊ, ঊ৩) এর উচ্চারণ কালের মতো উচ্চারণকাল যে অচের তাহাদের যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞা হয়। তাহা (লব্ধ হ্রস্বাদি সংজ্ঞক অচ্) আবার প্রত্যেকটি উদাত্ত প্রভৃতি (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত) ভেদে তিন প্রকার।

আলোচনাঃ- (একমাত্রা বিশিষ্ট) উ, (দ্বিমাত্রা বিশিষ্ট) ঊ এবং (ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট) ঊ - এই তিনটি 'উ' এর দ্বন্দ্বসমাস করিয়া এবং বিভক্তি লোপ ও সন্ধি করিয়া 'ঊ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এবং 'ঊ' শব্দের প্রথমার বহুবচনে জস্ বিভক্তি যুক্ত হইয়া 'বঃ' পদসিদ্ধ হয়। 'বঃ' এর অর্থ হইল উ ঊ এবং ঊ৩,ঊ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'আম্' বিভক্তি যুক্ত হইয়া 'বাম্' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল 'ঊ' (উ, ঊ, ঊ৩) এর। আবার ঊশব্দের সহিত কাল শব্দের উপমিত বহুব্রীহি সমাস (বাং কাল ইব কালো যস্য) করিয়া 'ঊকালঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'ঊ' (উ, ঊ, ঊ৩) এর উচ্চারণ কালের মতো উচ্চারণ কাল যে অচের, সেই অচ্ যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞক[১] হইবে। সেই হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত সংজ্ঞক অচ্ আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত সংজ্ঞা ভেদে তিন প্রকার।

৬। উচ্চৈরুদাত্তঃ— ১।২।২৯

উচ্চৈঃ - অ, উদাত্তঃ- ১।১

অনুবৃত্তিঃ- অচ্।

। উচ্চৈঃ অচ্ উদাত্তঃ (ভবতি)।

আলোচনা ঃ- তালু প্রভৃতি স্থানের ঊর্দ্ধভাগে উচ্চারিত অচ্ কে উদাত্ত বলা হয়। বেদের মন্ত্র উচ্চারণ সময়ে উদাত্তস্বরের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে উদাত্তের প্রয়োজনীয়তা নাই। কেবল হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত স্বরের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা সংজ্ঞাসূত্র।

---

(১) 'একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং ত্বর্ধমাত্রকম্।।'

৭। **নীচৈরনুদাত্তঃ**— ১।২।৩০

নীচৈঃ— অ০, **অনুদাত্তঃ**—১।১

অনুবৃত্তিঃ- অচ্।

[নীচৈঃ অচ্ অনুদাত্তঃ (ভবতি)]।

আলোচনা ঃ- তালু প্রভৃতি স্থানের অধোভাগে উচ্চারিত অচের অনুদাত্ত সংজ্ঞা হয়। ইহা ও বেদে ব্যবহৃত হয়। ইহা সংজ্ঞা সূত্র।

৮। **সমাহারঃ স্বরিতঃ**- ১।২।৩১.

সমাহারঃ- ১।১, স্বরিতঃ- ১।১

অনুবৃত্তিঃ- অচ্।

[(উদাত্তানুদাত্তত্বয়োঃ একত্র) সমাহারঃ (যত্র সঃ) অচ্ স্বরিতঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ— স নববিধোঽপি প্রত্যেকমনুনাসিকত্বানুনাসিকত্বাভ্যাং দ্বিধা।।

অনুবাদঃ— সেই লব্ধ উদাত্তাদিসংজ্ঞক নয়প্রকার অচ্ আবার প্রত্যেকটি অনুনাসিকত্ব ও অননুনাসিকত্ব ভেদে দুই প্রকার।

আলোচনা ঃ- অচ্ এর হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞা হয়। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতের আবার উদাত্তাদি ভেদে তিন প্রকার হওয়ায়, হ্রস্ব উদাত্ত, হ্রস্ব অনুদাত্ত, হ্রস্ব স্বরিত, দীর্ঘ উদাত্ত, দীর্ঘ অনুদাত্ত, দীর্ঘ-স্বরিত, প্লুত-উদাত্ত, প্লুত অনুদাত্ত এবং প্লুত-স্বরিত - এই ভাবে লব্ধ নয় প্রকার অচ্ আবার প্রত্যেকটি অনুনাসিকত্ব ও অননুনাসিকত্ব ভেদে দুইপ্রকার।

৯। **মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ**-১।১।৮

মুখ-নাসিকা-বচনঃ-১।১, অনুনাসিকঃ-১।১

বরদরাজঃ— মুখসহিতনাসিকয়োচ্চার্যমাণো বর্ণোঽনুনাসিকসংজ্ঞঃ স্যাৎ। তদিত্থম্ - অ ই উ ঋ এষাং বর্ণানাং প্রত্যেকমষ্টাদশভেদাঃ। ঌবর্ণস্য দ্বাদশ তস্য দীর্ঘাভাবাৎ। এচামপি দ্বাদশ তেষাং হ্রস্বাভাবাৎ।।

অনুবাদঃ— মুখের সহিত নাসিকার দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বর্ণ অনুনাসিক সংজ্ঞক হয়। সেইজন্য এই প্রকারে অ, ই, উ,ঋ, —এই বর্ণগুলির প্রত্যেকটির অষ্টাদশ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। ৯ বর্ণের দ্বাদশ প্রকার ভেদ, কারণ উহার দীর্ঘ নাই। এ, ও, ঐ, ঔ — এই বর্ণগুলির ও প্রত্যেকটির দ্বাদশ প্রকার ভেদ হয়, কারণ উহাদের হ্রস্ব নাই।

আলোচনাঃ— অনুনাসিক এর লক্ষণ করিতে গিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন— 'মুখনাসিকাবচনঃ'। এই পদটিতে আবার সংশয় হইয়া থাকে। মুখং চ নাসিকা চ = মুখনাসিকম্। উচ্যতে ইতি বচনম্। ফলে 'মুখনাসিকবচন' — এই রূপ হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। এইখানে মুখসহিতা নাসিকা = মুখনাসিকা, শাকপার্থিবসমাস। মুখনাসিকয়া বচনঃ = মুখনাসিকাবচনঃ। বর্ণের উচ্চারণ তিন প্রকারে হয়। কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ কেবল মুখের দ্বারা হয়। যেমন - চ ট ত ক প প্রভৃতি। কতগুলি বর্ণের উচ্চারণ কেবল নাসিকার দ্বারা, যেমন অনুস্বার। আবার কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ মুখ ও নাসিকা এই উভয়ের দ্বারা, যথা — ঞ ম ঙ ণ ন । বর্তমান সূত্রটি সংজ্ঞাসূত্র।

অ ই উ ঋ ইহাদের প্রত্যেকটির ১৮ প্রকার ভেদ যথা —

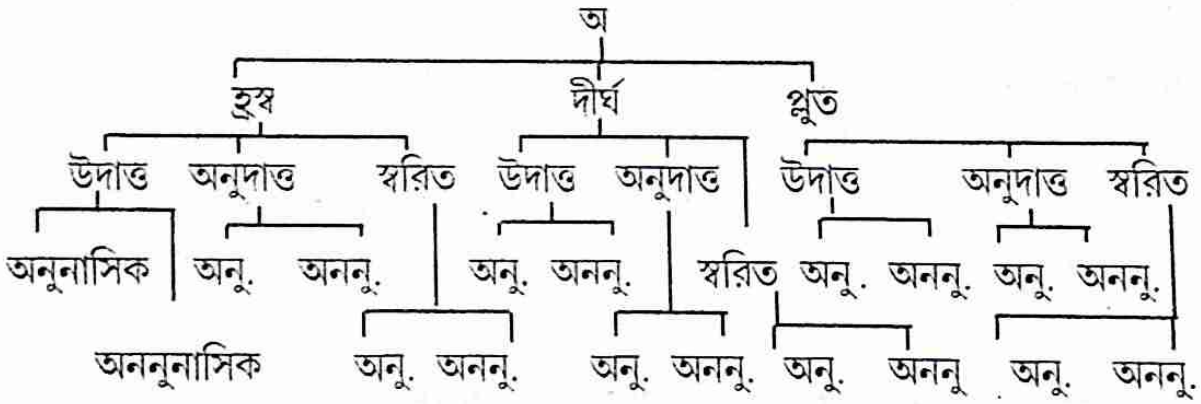

১০। তুলাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ - ১।১।৯।

তুল্যাস্যপ্রযত্নম্ - ১।১, সবর্ণম্ - ১।১;

[তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ (ভবতি)] ।

বরদরাজঃ- তাল্বাদিস্থানমাভ্যন্তরপ্রযত্নশ্চেত্যেতদ্ দ্বয়ং যস্য যেন তুল্যং তন্মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞং স্যাৎ। (ঋ৯বর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্ - বা.,) অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। ইচুযশানাং তালু। ঋটুরষাণাং মূর্ধা। ৯তুলসানাং দন্তাঃ। উপূপধ্মানীয়া-নামোষ্ঠৌ। ঞমঙণনানাং নাসিকা চ। এদৈতোঃ কণ্ঠতালু। ওদৌতোঃ কণ্ঠোষ্ঠম্। বকারস্য দন্তোষ্ঠম্। জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলম্। নাসিকাঽনুস্বারস্য। যত্নো দ্বিধা আভ্যন্তরো বাহ্যশ্চ। আদ্যঃ পঞ্চধা - স্পৃষ্টেষৎস্পৃষ্টেষদ্বিবৃতবিবৃতসংবৃতভেদাৎ। তত্র স্পৃষ্টং প্রযতনং স্পর্শানাম্। ঈষৎস্পৃষ্টমন্তঃস্থানাম্। ঈষদ্বিবৃতমূষ্মণাম্। বিবৃতং স্বরাণাম্। হ্রস্বস্যাবর্ণস্য প্রয়োগে সংবৃতম্। প্রক্রিয়াদশায়াং তু বিবৃতমেব। বাহ্যপ্রযত্নস্ত্বেকাদশধা - বিবারঃ সংবারঃ শ্বাসো নাদো ঘোষোঽঘোষোঽল্পপ্রাণো মহাপ্রাণ উদাত্তোঽনুদাত্তঃ স্বরিতশ্চেতি। খরো বিবারাঃ শ্বাসা অঘোষাশ্চ। হশঃ সংবারা নাদা ঘোষাশ্চ। বর্গাণাং প্রথম-তৃতীয়পঞ্চমা যণশ্চাল্পপ্রাণাঃ। বর্গাণাং দ্বিতীয়চতুর্থৌ শলশ্চ মহাপ্রাণাঃ। কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ। যণোঽন্তঃস্থাঃ। শল ঊষ্মাণঃ। অচঃ স্বরাঃ। ক খ ইতি কখাভ্যাং প্রাগর্ধবিসর্গসদৃশো জিহ্বামূলীয়ঃ। প ফ ইতি পফাভ্যাং প্রাগর্ধবিসর্গসদৃশ উপধ্মানীয়ঃ। অং অঃ ইত্যচঃ পরাবনুস্বার-বিসর্গৌ।।

অনুবাদ ঃ- তালু প্রভৃতি (উচ্চারণ) স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন — এই দুইটি যাহাদের সমান হয় সেই দুইটি বর্ণ পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞক হইয়া থাকে। 'ঋবর্ণ ও ৯বর্ণ —এই দুইটির পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয়' বলা উচিত। অ(১৮), কবর্গ, হ ও বিসর্জনীয় (বিসর্গ)—ইহাদের (উচ্চারণ স্থান) কণ্ঠ। ই(১৮), চবর্গ, য ও শ—ইহাদের তালু। ঋ(১৮), টবর্গ, র ও ষ—ইহাদের মূর্ধা। ৯(১২), তবর্গ, ল ও স —ইহাদের দন্ত। উ(১৮), পবর্গ ও উপধ্মানীয় (ᵕ প, ᵕ ফ- রূপ বিসর্গের আদেশ ভেদ) ইহাদিগের ওষ্ঠদ্বয়। ঞ, ম, ঙ, ণ, ন — ইহাদের

নাসিকা ও (যথাপ্রাপ্ত কণ্ঠতাল্বাদি)। এ(১২), ঐ(১২), ইহাদের কণ্ঠতালু (কণ্ঠ ও তালু একত্র)। ও(১২), ঔ(১২) ইহাদের কণ্ঠোষ্ঠ (কণ্ঠ ও ওষ্ঠ একত্র)। (অন্তঃস্থ) বকারের দন্তোষ্ঠ (দন্ত ও ওষ্ঠ একত্র)। জিহ্বামূলীয় (ᳵক,ᳵখ রূপ বিসর্গের আদেশভেদ) এর জিহ্বামূল। অনুস্বারের (উচ্চারণ স্থান) নাসিকা(১)। যত্ন দুই প্রকার — আভ্যন্তর ও বাহ্য। প্রথম (অর্থাৎ আভ্যন্তর প্রযত্ন) পাঁচ প্রকার স্পৃষ্ট—(যাহা স্পর্শ করিয়াছে), ঈষৎ-স্পৃষ্ট, ঈষদ্-বিবৃত (একটু মুখ ব্যাদানে জাত), বিবৃত ও সংবৃত (মুখসংকোচে জাত) ভেদে। ইহাদের মধ্যে স্পর্শবর্ণ (বর্গীয় বর্ণ) সমূহের স্পৃষ্ট প্রযত্ন। অন্তঃস্থ বর্ণসমূহের (অর্থাৎ য ব র ল - এর) ঈষৎ-স্পৃষ্ট (প্রযত্ন)। উষ্মবর্ণ (শষসহ) সমূহের ঈষদ্-বিবৃত (প্রযত্ন)। স্বরবর্ণ সমূহের বিবৃত (প্রযত্ন)। হ্রস্ব অবর্ণের প্রয়োগ-(ব্যবহার) কালে সংবৃত (উচারণ)। প্রক্রিয়াকালে কিন্তু বিবৃত উচ্চারণই

---

(১) বর্ণের উদ্ভব-স্থান - এর ছক্-

বর্ণসমূহ	অ	ই	ঋ	ঌ	উ	ঞ	এ	ও	ব	ᳵক
	ক	চ	ট	ত	প	ম	ঐ	ঔ		ᳵখ
	খ	ছ	ঠ	ধ	ফ	ঙ				
	গ	জ	ড	দ	ব	ণ				
	ঘ	ঝ	ঢ	ধ	ভ	ন				
	ঙ	ঞ	ণ	ন	ম	ং				
	হ	য	র	ল	ᳶপ					
	ঃ	শ	ষ	স			ᳶফ			
উচ্চারণ	কণ্ঠ	তালু	মূর্ধা	দন্ত	ওষ্ঠ	নাসিকা	ক.তা.	ক.ও.	দ.ও.	জি.মূ

(হইয়া থাকে)। বাহ্যপ্রযত্ন(১) কিন্তু একাদশ প্রকার — বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে। ইহাদের মধ্যে, খর্ (খ, ফ, ছ, ঠ, থ, চ, ট, ত, ক, প, শ, ষ, স) ইহাদের বিবার, শ্বাস ও অঘোষ প্রযত্ন। হশ্ (হ য ব র ল, ঞ, ম, ঙ, ণ, ন, ঝ, ভ, ঘ, ঢ, ধ, জ, ব, গ, ড, দ)—ইহাদের সংবার, নাদ ও ঘোষ প্রযত্ন। বর্গীয় প্রথম (চ, ট, ত, ক, প), তৃতীয় (জ, ব, গ, ড, দ), পঞ্চম (ঞ ম ঙ ণ ন) বর্ণ এবং যণ্ (য ব র ল) বর্ণ সমূহের অল্পপ্রাণ প্রযত্ন। বর্গীয় দ্বিতীয় (খ, ফ, ছ ঠ থ), চতুর্থ (ঝ ভ ঘ ঢ ধ) বর্ণ এবং শল্ (শ ষ স হ) বর্ণমসূহের মহাপ্রাণ প্রযত্ন। ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণ সমুদয় স্পর্শবর্ণ। যণ্ (যবরল) অন্তঃস্থ

---

(১) বাহ্য প্রযত্ন যদি ও সবর্ণসংজ্ঞাতে অনুপযুক্ত তাহা হইলেও বর্ণ সমূহের আন্তরতম্য পরীক্ষাতে তাহাদের উপযোগ রহিয়াছে। আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রযত্নের ছক্—

আভ্যন্তর প্রযত্ন	স্পৃষ্ট				ঈষৎ-স্পৃষ্ট	ঈষদ্-বিবৃত		বিবৃত	সংবৃত
সংজ্ঞা	স্পর্শবর্ণ				অন্তঃস্থ বর্ণ	উষ্মবর্ণ		স্বরবর্ণ	হ্রস্ব-অকারের প্রয়োগ
বর্ণসমূহ	ক চ ট ত প	খ ছ ঠ থ ফ	গ জ ড দ ব	ঘ ঝ ঢ ধ ভ	য ব র ল	শ ষ স	হ	অ ই উ ঋ ঌ এ ও ঐ ঔ	
বাহ্যপ্রযত্ন	অ.প্রা. বিবার শ্বাস অঘোষ	ম.প্র.	অ.প্রাণ সংবার নাদ ঘোষ	ম.প্রা. সংবার নাদ ঘোষ	অ.প্রা. সংবার নাদ ঘোষ	ম.প্রা. বিবার শ্বাস ঘোষ	ম.প্রা. সং. নাদ ঘোষ	উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত	

বর্ণ। শল্ (শ, ষ, স, হ) উষ্মবর্ণ। অচ্ (অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত নয়টি) ইহারা স্বরবর্ণ। ক ু খ—এই যে ক এবং খ এর পূর্বে অর্ধ বিসর্গ সদৃশ (ইহাকে) জিহ্বামূলীয় বলা হয়। ু প ু ফ এই যে প এবং ফ এর পূর্বে অর্ধবিসর্গ সদৃশ (ইহাকে) উপধ্মানীয় বলা হয়। অং অঃ এই অচ্ এর পরবর্তী (ং, ঃ এই দুইটি কে) যথাক্রমে অনুস্বার এবং বিসর্গ বলা হয়।

আলোচনা—আস্য শব্দের অর্থ মুখ। আবার 'আস্যে ভবম্' এই রূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া 'শরীরাবয়বাদ্ যৎ' —এই সূত্রের দ্বারা ভবার্থে যৎ প্রত্যয় করিয়া 'আস্য' শব্দ গঠিত হয়। এই আস্য শব্দের অর্থ হইল তালু প্রভৃতি স্থান। প্রয়ত্ন শব্দের অর্থ হইল 'প্রকৃষ্টো যত্নঃ' = প্রযত্নঃ। ইহার অর্থ প্রযতন। এইখানে প্রযত্ন শব্দের দ্বারা আভ্যন্তরপ্রযত্নকে বুঝিতে হইবে। ইহা বর্ণোৎপত্তির প্রাগ্‌ভব প্রযত্ন। পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থে ও রহিয়াছে—

'আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।।
সোদীর্ণো মূর্ধ্ন্যভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণাঞ্জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা স্মৃতঃ।।
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রদানতঃ।
ইতি বর্ণবিদঃ প্রাহুর্নিপুণং তন্নিবোধত।।'

আস্যঞ্চ প্রযত্নশ্চ = আস্যপ্রযত্নৌ। তুল্যৌ আস্য-প্রযত্নৌ যস্য বর্ণজালস্য তৎ তুল্যাস্যপ্রযত্নম্—এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইবে। এবং তাহারা পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞক হইবে। 'তুল্য' শব্দের অর্থ হইল—তুলয়া সম্মিতম্ = তুল্যম্। ঋকার ও ঌকারের তাল্বাদি স্থান ভিন্ন বলিয়া উহাদের প্রকৃত সূত্রের দ্বারা পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হইতে পারিত না। ফলে বার্ত্তিককার[১] সূত্র রচনা করিয়াছেন-'ঋ ঌ-বর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্।' ঋ এবং ঌ ইহারা পরস্পর সবর্ণ। উপধ্মানীয় শব্দের অর্থ হইল উশ্চ পশ্চ ধ্মায়েতে (উচ্চার্যেতে) অনেন। উপধ্মানম্ ওষ্ঠঃ। তত্র ভবঃ = উপধ্মানীয়ঃ। যাহার দ্বারা উকার ওপকার উচ্চারণ হয়, তাহার দ্বারা যাহার উচ্চারণ হয় তাহা উপধ্মানীয়। ইহা বিসর্গের আদেশ ভেদ।

---

(১) উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ততে।
গ্রন্থং তং বার্ত্তিকং প্রাহুর্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ।।

অনুস্বার শব্দটি হইল "স্বৃ শব্দে'—এই 'স্বৃ' ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া ব্যঞ্জনান্ স্বারয়তি এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া পচাদি মানিয়া অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'স্বারঃ' পদ হইল। অনুগতঃ স্বারম্ = অনুস্বারঃ, প্রাদি সমাস। আভ্যন্তর প্রযত্ন হইল বর্ণোৎপত্তির পূর্বে জাত। এবং বর্ণোৎপত্তির পশ্চাৎ জাত হইল বাহ্য। স্বয়ং রাজন্তে = স্বরাঃ। হলস্তু পরগামিনঃ। যাহা স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে স্পৃষ্ট বর্ণ বলে। যাহারা একটু স্পর্শ করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ঈষৎস্পৃষ্ট বলে। অল্প কণ্ঠ বিকাশ করিয়া যে সকল বর্ণ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ঈষদ্-বিবৃত বর্ণ বলা হয়, উহারা উষ্মবর্ণ। যে বর্ণগুলির উচ্চারণে উষ্ণ প্রাণবায়ু নির্গত হয় তাহারা উষ্মবর্ণ। বিবৃত শব্দের অর্থ সম্যক্ কণ্ঠবিকাশ। জাতে বর্ণে গলবিলস্য বিকাশাদ্বিবারঃ। সংকোচাৎ সংবারঃ। সূত্রে স্থিত আস্য শব্দটির দুইভাবে ব্যুৎপত্তি করা যাইতে পারে—অস্যন্তি বর্ণা অনেন অর্থাৎ যাহার দ্বারা বর্ণের প্রক্ষেপ (উচ্চারণ) করা হয়, দ্বিতীয় হইল—আস্যন্দতে অন্নং প্রাপ্য দ্রবী-ভবতি অর্থাৎ অন্ন প্রাপ্ত হইলেই যাহা দ্রবীভূত হয়। এই দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়া আস্য শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এবং তাহার অর্থ মুখ। তুল্য শব্দের অর্থ হইল সম্যক্ রূপে মাপা। যে দুইটি বর্ণের আস্য এবং প্রয়ত্ন সমান তাহারা পরস্পর সবর্ণ হয়। যেমন ক এর সবর্ণ খ। এবং খ এর সবর্ণ ক। অচ্ এর মধ্যে আবার দীর্ঘ ও প্লুত বর্ণগুলি মহাপ্রাণ হইবে। এবং হ্রস্ববর্ণগুলি অল্পপ্রাণ হইবে।

১১। অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ—১।১।৬৯

অণুদিৎ—১।১, সবর্ণস্য—৬।১, চ-অ. অপ্রত্যয়ঃ—১।১;

[অপ্রত্যয়ঃ অণ্ উদিৎ চ সবর্ণস্য (স্বস্য রূপস্য) চ সংজ্ঞা (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—প্রতীয়তে বিধীয়ত ইতি প্রত্যয়ঃ। অবিধীয়মানোঽণুদিচ্চ সবর্ণস্য সংজ্ঞা স্যাৎ। অত্রৈবাণ্ পরেণ ণকারেণ। কুচুটুতুপু এতে উদিতঃ। তদেবম্ 'অ' ইত্যষ্টাদশানাং সংজ্ঞা। তথৈকারোকারৌ। ঋকারস্ত্রিংশতঃ। এবং ঌকারোঽপি। এচো দ্বাদশানাম্। অনুনাসিকাননুনাসিকভেদেন যবলা দ্বিধা; তেনাননুনাসিকাস্তে দ্বয়োর্দ্বয়োস্সংজ্ঞাঃ।।

অনুবাদ—প্রতীয়তে অর্থাৎ যাহা বিহিত হয় তাহা প্রত্যয়। অবিধীয়মান অণ্ এবং উদিৎ সবর্ণের গ্রাহক হয়। এই সূত্রেই 'অণ্' পরণকারের দ্বারা গৃহীত হয়। কু চু টু তু পু—এই গুলি উদিৎ। সেই জন্য এই প্রকারে 'অ' এইটি আঠারোটির (অবর্ণের) বোধক। এইরূপ ইকার উকার। 'ঋ' কার ত্রিশটির (বোধক)। এইরূপ '৯' কার ও। এচ্ (এ ও ঐ ঔ) বারোটির (বোধক)। অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে য, ব ও ল দুই প্রকার। সেইজন্য অননুনাসিক সেইগুলি দুইটি দুইটির বোধক।

আলোচনা—অবিধীয়মান = অবিধেয় অর্থাৎ যাহা বিধেয় নয়, তাহার অর্থ উদ্দেশ্য এমন যে অণ্ তাহা সবর্ণের গ্রাহক হয়। এবং উদিৎ কু চু টু তু পু—এইগুলি সবর্ণের গ্রাহক হয়। বর্তমান সূত্রে স্থিত অণ্ পরবর্তী (১) অর্থাৎ লণ্ সূত্রস্থণকারের দ্বারা বুঝিতে হইবে। 'ইকো যণচি' এই সূত্রে ইক্ এবং অচ্ এই দুইটি অবিধীয়মান। ফলে 'অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ'—এই সূত্র প্রবৃত্ত হইয়া সবর্ণের গ্রাহক করাইয়া দেয়। ফলে অ, ই, উ প্রভৃতি বর্ণ নিজের বোধক হয় এবং দীর্ঘ, প্লুত প্রভৃতি সবর্ণের ও গ্রহণ করাইয়া দেয়। অচ্ এর বেলাতে ও সেইরূপ সবর্ণের গ্রাহক হয়। ফলে 'ইকো যণচি' সূত্রের অর্থ হইবে অচ্ এর এবং অচ্ এর সবর্ণের অব্যবহিত পূর্বে ইকের এবং ইকের সবর্ণের স্থানে যণ্ আদেশ হয়। এই সূত্রের দ্বারা অ সংজ্ঞা, ই সংজ্ঞা, উ সংজ্ঞা প্রভৃতি সংজ্ঞা হয়। এবং তাহাদের দ্বারা ১৮ প্রকার সংজ্ঞী বুঝিতে হইবে। ঋ ও ৯ পরস্পর সবর্ণ বলিয়া 'ঋ' সংজ্ঞা ত্রিশটির এবং '৯' সংজ্ঞা ত্রিশটির গ্রাহক হয়। অর্থাৎ ত্রিশটি সংজ্ঞী। যবল তিনটি অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার বলিয়া অননুনাসিকের দ্বারা অনুনাসিকের ও বোধ হইয়া থাকে। এই জন্যই 'অণুদিৎ' সূত্রে অণ্ পদের দ্বারা লণ্ এর ণকার পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন বিদ্বান্ + লিখতি = বিদ্বাল্লিখতি। সব্ঁ বৎসরঃ ইত্যাদি।।

১২। পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা —১।৪।১০৯

পরঃ—১।১, সন্নিকর্ষঃ—১।১, সংহিতা—১।১;

বরদরাজঃ—বর্ণাণামতিশয়িতঃ সন্নিধিঃ সংহিতাসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

---

(১) পরেণৈবেণ্ গ্রহাঃ সর্বে পূর্বেণৈবাণ্ গ্রহা মতাঃ।
ঋতেঽণুদিৎসবর্ণস্যেত্যেতদেকং পরেণ তু।।'

অনুবাদ—একাধিক বর্ণের অত্যন্ত সন্নিধান সংহিতা সংজ্ঞক হয়।

আলোচনা—সূত্রে পরশব্দের অর্থ অতিশয়িত বা অত্যন্ত। সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ কাছাকাছি থাকা। একটি বর্ণের উচ্চারণ করিবার পর অপর একটি বর্ণের উচ্চারণ করিতে অর্ধমাত্রার অধিককালের ব্যবধান থাকে না, সেই অর্দ্ধমাত্রা কালের ব্যবধানও না থাকা—এই স্থলে অতিশয়িত সন্নিধি বা অত্যন্ত কাছাকাছি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহাকেই সংহিতা বা সন্ধি বলা হয়।

১৩। হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ—১।১।৭

হলঃ—১।৩, অনন্তরাঃ—১।৩, সংযোগঃ—১।১,

বরদরাজঃ—অজ্‌ভিরব্যবহিতা হলঃ সংযোগসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।

অনুবাদ—অচ্ এর ব্যবধান রহিত হল্ বর্ণগুলি সংযোগ সংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—'অনন্তরাঃ' পদটি 'হলঃ' এই বহুবচনান্ত হল্ এর বিশেষণ। অন্তর শব্দের অর্থ হইল ব্যবধান। নাস্তি অন্তরং যেযু তে অনন্তরাঃ। অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। অতএব অচ্ কর্তৃক ব্যবধানশূন্য একাধিক হলের সংযোগ সংজ্ঞা হয়। হলৌ চ হলশ্চ এই রূপ দ্বন্দ্বসমাস ও একশেষ করিয়া অচ্ কর্তৃক ব্যবধান শূন্য দুই হল্ কিংবা বহু হল্ বর্ণের সংযোগসংজ্ঞা হইয়া থাকে।

১৪। সুপ্তিঙন্তং পদম্—১।৪।১৪

সুপ্তিঙন্তম্—১।১, পদম্—১।১

বরদরাজঃ—সুবন্তং তিঙন্তং চ পদসংজ্ঞং স্যাৎ।

অনুবাদ—সুবন্ত ও তিঙন্তের পদসংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—সুপ্ = সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্, শস্, টা, ভ্যাম্, ভিস্, ঙে, ভ্যাম্, ভ্যস্, ঙসি ভ্যাম্ ভ্যস্, ঙস্, ওস্, আম্, ঙি, ওস্, সুপ্। তিঙ্ = তিপ্, তস্, ঝি, সিপ্, থস্, থ, মিপ্, বস্, মস্, ত, আতাম্, ঝ, থাস্, আথাম্, ধ্বম্, ইট্, বহি, মহিঙ্। এই সুপ্ ও তিঙ্ যাহার অন্তে আছে তাহাকে পদ বলা হইবে। সুবন্তপদের উদাহরণ যথা—রামাভ্যাম্। তিঙন্তপদের উদাহরণ যথা—পঠতি।

। ইতি সংজ্ঞা-প্রকরণম্।

——০——